হাদীস সম্ভার

হাদিস নাম্বারঃ ৪৬৭

৪/ আন্তরিক কর্মাবলী

পরিচ্ছেদঃ আল্লাহর দয়ার আশা রাখার গুরুত্ব

আরবী

وَعَن أَنَسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَصَبْتُ حَدّاً فَأَقِمْهُ عَلَيَّ وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدّاً فَأَقِمْ فيَّ كِتَابَ اللهِ قَالَ هَلْ حَضَرْتَ مَعَنا الصَّلاةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ قَدْ غُفِرَ لَكَ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

বাংলা

(৪৬৭) আনাস (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি দণ্ডনীয় অপরাধ করে ফেলেছি; তাই আমার উপর দণ্ড প্রয়োগ করুন। ইতিমধ্যে নামাযের সময় হল। সেও আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে নামায পড়ল। নামায শেষ করে পুনরায় সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! নিশ্চয় আমি দণ্ডনীয় অপরাধ ক'রে ফেলেছি; তাই আমার উপর আল্লাহর কিতাবে ঘোষিত দণ্ড প্রয়োগ করুন। তিনি বললেন, তুমি কি আমাদের সাথে নামায আদায় করেছ? সে বলল, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, নিশ্চই তোমার অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।

ফুটনোট

* উক্ত হাদীসে 'দণ্ডনীয় অপরাধ' বলতে সেই অপরাধ উদ্দেশ্য নয়, যাতে শরীয়তে নির্ধারিত দণ্ড আছে; যেমন মদপান, ব্যভিচার প্রভৃতি। কেননা এমন দণ্ডনীয় অপরাধ নামায পড়লেই ক্ষমা হয়ে যাবে না। যেমন সে দণ্ড প্রয়োগ না করাও শাসকের জন্য বৈধ নয়।

-

(বুখারী ৬৮২৩, মুসলিম ৭১৮২)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী □ বর্ণনাকারীঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=63986

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন